দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪.....

19

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আপনি মাথা উঁচু করে গর্বের সাথে বলতে পারবেন আমাদের ঢাকাতেই ৮-১০ টা ইনস্টিটিউট অব চেস্ট ডিজিজ, ইনস্টিটিউট অব হার্ট ডিজিজ, ইনস্টিটিউট অব অর্থোপেডিকস এন্ড রিহ্যাবিলিটেশনস,

শফিকুল ইসলাম

ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার ইত্যাদি। আর যদি বলেন, ওয়াশিংটনে কয়টি ইনস্টিটিউট আছে, বলবেন একটি আছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ। এই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের বাজেট বাংলাদেশের মোট বাজেটের চেয়ে বেশি। অথচ এর এক একটা ফ্লোরে এক একটা বিভাগ এবং বিভাগকে ইনস্টিটিউট নাম দেয়া হয়েছে। এর যে সুবিধা আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন। এর মেনটেনেন্স খরচ কত লাগবে। ল্যাবরেটরী কত বেশি লাগবে। অন্য লোকজন কত লাগবে। আমরা নিজের ইচ্ছা মতো ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করি। জাতিভিত্তিক কোন কিছু করি না বলেই আমাদের এই দুর্দশা।

বিদেশী বিশেষজ্ঞ এসে বলে গেছে, একটা ইনস্টিটিউট করে সেখানে সবকিছু আপনারা প্রতিষ্ঠা করেন। ইনস্টিটিউট অব পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিনে কি আমরা হৃদরোগ, বক্ষব্যাধি, নিউরো সার্জারি অন্য বিশেষ বিশেষ বিভাগগুলো সম্পন্ন করতে পারতাম না?... আমাদের কি খাদ্যের ঘাটতি নেই? আমাদের কি এভাবে জমি নষ্ট করার সুযোগ আছে?''

পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠী প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল কিছু মানুষকে খুশি করার জন্য। জনগণের ঘাড়ে শোষণবাদী ব্যবস্থা চাপিয়ে রাখতে এ ধরনের কিছু সুবিধাবাদী ও সুবিধাভোগী মানুষকে খুশি রাখা প্রয়োজন ছিল। বর্তমান সরকার তো উপনিবেশবাদ নয়, গণতান্ত্রিক অর্থাৎ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনগণের সরকার। তাহলে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে আরেকটি বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সরকার কি চায়?

একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য কি বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা সংশ্লিষ্ট কারও অজানা নয়। (চলবে)